চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণি

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৭-২০১৮

ভর্তি নির্দেশিকা

ইউনিট পরিচিতি

A ইউনিট

(বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট

জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ

ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ)

B ইউনিট

(কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট)

C ইউনিট

(ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ)

D ইউনিট

(সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ

আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগ

শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ

জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

B ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৭-২০১৮

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। স্নাতক (সম্মান) কোর্স কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার মানবিক শাখা, বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখাসহ সকল শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৮ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ (শনিবার) সকালঃ ১০:০০ টা

১। বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতীত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনস্টিটিউট	আসন সংখ্যা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	বাংলা	১১০
	ইংরেজি	১১০
	ইতিহাস	১২০
	দর্শন	১২০
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১২০
	আরবি	১২০
	ইসলামিক স্টাডিজ	১২০
	নাট্যকলা	৩৫
	আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট Language & Linguistics	৪১
	চারুকলা ইনস্টিটিউট	৬০
	ফারসি ভাষা ও সাহিত্য	৫০
	পালি	৮৫
	সংস্কৃত	৭০
	আইইআর (বি.এড) (মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান শাখা ৪০টি, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ৪০ টি এবং বিজ্ঞান শাখা ২৫টি)	১০৫
	সংগীত	৩০
	বাংলাদেশ স্টাডিজ	৫০
	মোট	১৩৪৬

২। **ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতাঃ**

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৭৫ রয়েছে তারা B ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৫.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.২৫ রয়েছে তারা B ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৪ বা ২০১৫ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৭ সালের ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৭৫ রয়েছে তারা B ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৪ সালের বা তৎপরবর্তী সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি' গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে 'সি' গ্রেড পেয়েছে এবং ২০১৭ সালের জিসিই 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি' গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা B ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

এছাড়াও প্রার্থী যে বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। **B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ**

অনুষদ	বিভাগ/ইনস্টিটিউট	মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যে বিষয়সমূহ থাকতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত ন্যূনতম নম্বর	অতিরিক্ত যোগ্যতা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	বাংলা	--	বাংলায় -১৮, ইংরেজি-৯ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
	ইংরেজি		বাংলায়-১০, ইংরেজি-২০ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--

	ইতিহাস, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ স্টাডিজ	--	বাংলায়-১০, ইংরেজিতে-০৯ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
	আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ	দাখিল পরীক্ষায় আরবি বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আলিম/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরবি/ইসলামী শিক্ষা/বাংলা/ইংরেজি বিষয়ে উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও অংশ গ্রহণ করতে পারবে।	বাংলায় ন্যূনতম-০৮, ইংরেজিতে-০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	আরবি বিভাগের মোট আসনের ৯০% দাখিল ও আলিম পাস থেকে এবং ১০% শিক্ষার্থী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মোট আসনের ৮০% দাখিল ও আলিম পাস থেকে এবং ২০% শিক্ষার্থী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। তবে, আসন শূন্য থাকলে মেধা ভিত্তিতে যে কোন শাখা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।
	পালি	মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৌদ্ধ ধর্ম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পালি বিষয় অথবা আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে।	বাংলা ন্যূনতম-০৮ ইংরেজিতে-০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	পালি বিভাগের মোট আসনের ৮০% মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৌদ্ধ ধর্ম পাস থেকে এবং ২০% শিক্ষার্থী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। তবে, আসন শূন্য থাকলে মেধা ভিত্তিতে যে কোন শাখা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।
	সংস্কৃত	মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দু ধর্ম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সংস্কৃত বিষয় অথবা আদ্য ও মধ্য (সংস্কৃত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে।	বাংলায় ন্যূনতম-০৮ ইংরেজিতে -০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	সংস্কৃত বিভাগের মোট আসনের ৮০% মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দু ধর্ম পাস থেকে এবং ২০% শিক্ষার্থী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। তবে, আসন শূন্য থাকলে মেধা ভিত্তিতে যে কোন শাখা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।
	আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট	--	বাংলায় ন্যূনতম-১০ ইংরেজিতে-১৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--

	ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (আইইআর)	১. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই.আর. এ মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে। ২. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা বিজ্ঞান/ সমমান শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই.আর. এ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পর্যায়ে জীব বিজ্ঞান/গণিত পাঠ্য বিষয় হিসেবে থাকতে হবে। ৩. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই. আর এ ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তি হতে পারবে।	বাংলায় ন্যূনতম-১০, ইংরেজিতে-০৯ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
	চারুকলা ইনস্টিটিউট নাট্যকলা বিভাগ ও সংগীত বিভাগ		বাংলায় ন্যূনতম-০৮, ইংরেজিতে-০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	চারুকলা ইনস্টিটিউট, নাট্যকলা বিভাগ ও সংগীত বিভাগে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য (MCQ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশের পর অপশন প্রদানের ভিত্তিতে ২০ নম্বরের অতিরিক্ত একটি ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হবে। লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে। B ইউনিট ভর্তি কমিটি এই পরীক্ষা পরিচালনা করবেন।
বি:দ্র: ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদেরকে অতিরিক্ত ১০০/-টাকা ফি কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ কার্যালয়ে প্রদান করতে হবে।				

৪। B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ		
বিষয়		নম্বর
বাংলা		৩৫
ইংরেজি		৩৫
সাধারণ জ্ঞান		৩০
	মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০		
ব্যবহরিক পরীক্ষা (সংশ্লিষ্ট বিষয়)	পাশ নম্বরঃ ৮	২০

উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে ৩৫ নম্বরের উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে পাশ নম্বর ১০।

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।

তবে যে সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট এর জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রযোজ্য হবে সে সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ১৪০ নম্বরে চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঙ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

B ইউনিটে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪৩৪৪/৪৪৭১
মোবাইল নম্বরঃ 01555555136; E-mail: cu.fac.arts@gmail.com

হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ৯:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত)
আইসিটি কেন্দ্র, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪২৫৯
E-mail: admission@cu.ac.bd
মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির নিয়মাবলীঃ

১.	এক ঘন্টা ব্যাপী একশত নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা MCQ পদ্ধতিতে নেয়া হবে। তবে চারুকলা ইনস্টিটিউট, নাট্যকলা, সংগীত এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা MCQ এবং ব্যবহারিক উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে নেয়া হবে।
২.	ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
৩.	প্রশ্নপত্র (ইংরেজি বিষয় ছাড়া) সাধারণত বাংলায় প্রণীত হবে। তবে কোন ইউনিটে ইংরেজি মিডিয়ামের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী থাকলে তাদের জন্য সেই ইউনিটে বাংলা প্রণীত প্রশ্নপত্রের ইংরেজি অনূদিত প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে।
৪.	জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে যারা ইংরেজি মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে, তাদের মধ্যে যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা ইংরেজি মাধ্যমে দিতে আগ্রহী তাদেরকে প্রবেশপত্র সংগ্রহপূর্বক প্রবেশপত্রের ফটোকপিসহ ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে আবেদন করতে হবে। GCE O/A লেভেলের শিক্ষার্থী ও ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদেরকে প্রবেশপত্র সংগ্রহপূর্বক প্রবেশপত্রের ফটোকপিসহ ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে যোগাযোগ করে সিট প্ল্যান নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে।
৫.	ভর্তিচ্ছু সকল ছাত্র/ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কিত সকল তথ্য নিজ দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস থেকে অথবা চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইট থেকে (http://admission.eis.cu.ac.bd) জেনে নিতে হবে। চিঠির মাধ্যমে কোন প্রার্থীকে কিছু জানানো হবে না।
৬.	ভর্তি পরীক্ষার সিট প্ল্যান স্ব স্ব ইউনিট অফিসের নোটিশ বোর্ডে এবং চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.cu.ac.bd) প্রচার করা হবে। ছাত্র/ছাত্রীকে নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত কক্ষ নম্বর ও আসন সম্পর্কিত তথ্য জেনে নিয়ে পরীক্ষার দিন নির্দিষ্ট কক্ষ ও আসনে বসে পরীক্ষা দিতে হবে।
৭.	ভর্তি পরীক্ষার ৪৮ ঘন্টা পূর্বে থেকে বিস্তারিত আসন বিন্যাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটে (http://admission.eis.cu.ac.bd) দেখা যাবে। এছাড়া আবেদনকারী প্রবেশপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমএস এর মাধ্যমে নিজ নিজ আসন বিন্যাস জানতে পারবেন।
৮.	ভর্তি পরীক্ষার সময় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, A লেভেলের Statement of Entry এর মূলকপি এবং ডাউনলোডকৃত দুই কপি প্রবেশপত্র পরীক্ষার হলে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
৯.	ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে। উত্তরপত্রের বৃত্তগুলো শুধুমাত্র কালো কালির বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে, যাতে বৃত্তের লেখাগুলো দেখা না যায়। অন্য কালি দিয়ে বৃত্ত ভরাট করা যাবে না।

১০.	ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। তাই এটি ভাঁজ করা বা ষ্ট্যাপল করা বা এর সাথে কিছু যুক্ত করা বা এতে কোন অবাঞ্ছিত দাগ দেয়া যাবে না।
১১.	উত্তরপত্রে Roll No. ও Serial No. না লিখলে বা ভুল লিখলে বা ঘষামাজা করলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
১২.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে সকল ইউনিটের ভর্তি প্রার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে সাধারণ মানের (মেমরী অপশন ব্যতিত) ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর মোবাইল ফোন, Calculator with Memory Option, Electronic Device সম্বলিত ঘড়ি ও কলম বা যে কোন ধরনের Device সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোন প্রার্থীর কাছে এরূপ যে কোন প্রকার ডিভাইস পাওয়া গেলে, প্রার্থী ব্যবহার করুক বা না করুক প্রার্থীকে বহিস্কার করা হবে।
১৩.	কোন প্রার্থী অন্যের ছবি/নম্বরপত্র ব্যবহার করলে অথবা অন্য যেকোন অসদুপায় অবলম্বন করলে তার পরীক্ষা বাতিল এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪.	প্রক্সির মাধ্যমে কেউ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলে তার ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোর্পদ করা হবে।
১৫.	ভর্তি প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ে এমনকি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, প্রার্থীর ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি এবং/ অথবা ভর্তি পরীক্ষা এবং/অথবা বিভাগ/বিষয় মনোনয়ন বাতিল হবে।
১৬.	মেধাস্কোরের ভিত্তিতে নির্ণীত মেধাক্রম অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধা তালিকা ও ফলাফল ভর্তি পরীক্ষার পরে যথোপযুক্ত দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটে (http://admission.eis.cu.ac.bd) পাওয়া যাবে।
১৭.	মেধা তালিকা প্রকাশের পর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনলাইনে বিষয়/বিভাগ Choice ফরম পূরণ করতে হবে। বিভাগ পছন্দের ক্ষেত্রে অনলাইনে যে বিভাগগুলো প্রদর্শিত হবে সেখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হবে এবং অনলাইনে প্রদর্শিত সব কয়টি বিভাগই পছন্দের তালিকায় থাকতে হবে। পরবর্তীতে Choice এবং ভর্তি পরীক্ষার মেধাক্রম ও ভর্তির যোগ্যতা অনুসারে বিভাগ বন্টনের তথ্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটের নোটিশ বোর্ডে দেয়া হবে। উক্ত তথ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটেও (http://admission.eis.cu.ac.bd) দেখা যাবে। এ ছাড়া ভর্তিচ্ছু প্রার্থীকে তার জন্য নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী SSC এবং HSC এর মূল নম্বরফর্দসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে উপস্থিত হতে হবে। চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য মনোনীত প্রার্থীর ক্ষেত্রে SSC এবং HSC এর মূল নম্বরফর্দ জমা রাখা হবে।
১৮.	ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে ভর্তি ফরমের সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্র জমা দিতে হবে। তাছাড়া অভিভাবকের বাৎসরিক আয়ের সনদপত্রও জমা দিতে হবে।
১৯.	ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে আকস্মিক কোন সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২০.	ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন নিয়ম-নীতি পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
২১.	**কোটায় ভর্তির নিয়মাবলীঃ**
	এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে সাধারণ আসন ছাড়াও নিম্নোক্ত পর্যায়ের কোটায় ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হবে। সাধারণ আসনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির যে যোগ্যতা নির্ধারিত আছে, কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের একই যোগ্যতা থাকতে হবে। এছাড়াও নিম্নে যে কোটার জন্য যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাদের তাও অবশ্যই পূরণ করতে হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা ছাড়া অন্যান্য সকল কোটায় ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে যারা ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩৫ নম্বর পাবে তাদেরকে উত্তীর্ণ হিসেবে গন্য করা হবে। এক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক পাশের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে। ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রীরা সকল অনুষদের অন্তর্গত বিভাগ/ইনস্টিটিউটে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান-সন্ততি, নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি), অ-উপজাতি, ওয়ার্ড, বিকেএসপি এবং দলিত জনগোষ্ঠী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত বিভাগ এবং ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ এ ভর্তির জন্য অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগে এবং কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও আইন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগে শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। শিক্ষা অনুষদের অন্তর্গত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে।
(ক)	**মুক্তিযোদ্ধা সন্তান-সন্ততি কোটাঃ**
	এ কোটায় ভর্তির বেলায় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র/কন্যা এবং পুত্র/কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র/কন্যাদের ভর্তি করা হবে। এ কোটায় উত্তীর্ণদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যা এবং পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যাদের (নাতি/নাতনি) আলাদাভাবে মেধা তালিকা তৈরী করা হবে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি/নাতিনীকে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদেরকে তাদের পিতা-মাতা/দাদা-দাদী/নানা-নানী মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রমাণ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী স্বাক্ষরিত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র অথবা ১৯৯৭ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদপত্রের মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপি এবং যথাযথ ওয়ারিশ সনদ সাক্ষাৎকারের সময় জমা দিতে হবে। যাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সনদ নেই কিন্তু সনদের জন্য আবেদন করেছে তাদের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক